সমবায়ী নীতি ও বর্তমান বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সমবায় সমিতি

।।ব্রাঃ হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিকস্, সিএসসি।।

মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ এ বছর তার প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। বিষয়টি সত্যিই কতই না আনন্দের এবং গর্বের যে সুদীর্ঘ ৫০টি বছর সমিতিটি সুন্দরভাবে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে আসতে পেরেছে। সমিতিটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যারা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ দিয়ে তিলে তিলে এটিকে গড়ে তুলেছে তাদের সকলের প্রতি জানাই স্বশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি প্রয়াত নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্, মিঃ আলফ্রেড রোজারিও (আলবুনো স্যার) প্রমূখ ব্যক্তিদেরকে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় যাদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তাদের অতীতের অবদানই বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করছে এবং করবে সমিতিটিকে উত্তরোত্তর আরো যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে যেন তা তার সদস্য এবং বৃহত্তর সমাজকে অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহিত করতে পারে।

প্রতিটি জয়ন্তী বা জুবিলি মানুষকে দেয় তার নিজের দিকে ফিরে তাকাবার সুযোগ - কী তার করার বা হওয়ার কথা ছিল তা মূল্যায়ন করার। মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতির জন্যেও এই সুবর্ণ জয়ন্তী একটি উত্তম সময় সে কাজটি করার। প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে মূল্যায়ন করে দেখতে পারেন তাদের সমিতি যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছিল তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে আর কতটুকু বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ আগামীতে প্রত্যাশিত। অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ চিন্তায় একটি সমবায় সমিতি যে মূলনীতিগুলোর আলোকে পরিচালিত হয় তার বিপরীতে এই সমিতি ও তার সদস্যদেরকে এ লেখার মাধ্যমে আহ্বান জানাব সমিতিটিকে নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে।

সমবায় সমিতির মূলনীতিসমূহ

সাধারণতঃ সারা বিশ্বে সমবায় সমিতিগুলো কতিপয় মূল নীতি ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে যা আন্তর্জাতিক সমবায়সমিতিসমূহের সংগঠন (International Co-operative Alliance) কর্তৃক ১৯৯৫ সালে গৃহীত হয়েছিল। এই নীতিগুলোর মূলে রয়েছে ইংল্যান্ড-এর রস্‌ডেল-এ ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম আধুনিক সমবায় সমিতির নীতিসমূহ। এই মূলনীতিগুলোতে বিধৃত কতিপয় বিষয় মঠবাড়ী তথা দেশের অন্যান্য খ্রিষ্টান সমবায় সমিতিগুলোর কতটুক প্রযোজ্য বা আরো কী করণীয় থাকতে পারে তা নিয়ে কিছু মন্তব্য করার প্রয়াস পাচ্ছি।

১ ।স্বেচ্ছাসেবী এবং উন্মুক্ত সদস্যপদ

স্বেচ্ছায় যেকোন ব্যক্তি (লিঙ্গ, সামাজিক, জাতিগোষ্ঠী, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে) এই সমিতির সদস্য হতে পারে যারা সমিতির বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে চায় এবং একজন সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী। যেহেতু মঠবাড়ী খ্রিষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতিটি একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জন্যে সুনির্দিষ্ট, সেহেতু সদস্যপদ সম্পূর্ণভাবে সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। অবশ্য এর ঐতিহাসিক কোন পটভূমি নিশ্চয়ই ছিল যার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার যৌক্তিকতা থাকতে পারে। সেবার ক্ষেত্রে হয়তো বলা যায় সকলেই (যারা সদস্য) এর সেবা পেতে চায়। তবে একজন সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিয়ে ভাবলে হয়তো ভিন্ন বাস্তবতা লক্ষ্য করা যাবে। কেউ কেউ সেবা পেতে আগ্রহী, কিন্তু অন্য কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অনাগ্রহী। আবার কেউ কেউ হয়তো দায়িত্ব পালনে আগ্রহী, তবে তার অন্তর্নিহিত কারণ স্রেফ দায়িত্ব পালন নয়, বরং ব্যক্তি-স্বার্থ। এই ব্যক্তি-স্বার্থের মধ্যে পড়ে সামাজিক নেতৃত্বদানের সুযোগ, অর্থনৈতিক (অনৈতিক) সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থের সহজ যোগান, ইত্যাদি। সমাজের সুনেতৃত্বের বিষয়ে কারো আপত্তি না থাকলেও বাকী দু'টোর ব্যাপারে সাধারণ সদস্যগণ কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট আতঙ্কিত, যা সমিতিটির সকলকেই আন্তরিকভাবে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২। সদস্য কর্তৃক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ঃ

এটা একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন যা তার সদস্য - যারা এর পণ্য ক্রয় করে বা তার সেবা গ্রহণ করে - কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং যারা সক্রিয়ভাবে এর নীতি-নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। যখনই সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভার সময় সমাসন্ন হয় তখনই দেখা যায় বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সমবায় সমিতিগুলোতে একধরণের উত্তেজনা বিরাজ করে। গণতান্ত্রিকভাবে সমিতির **'সেবক'** নির্বাচনে যে প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক আচরণভঙ্গের সামিল - অর্থ এবং